



লেখকের কথা

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে কুরআনুল কারিমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তা সংকলন ও সংরক্ষণ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট সম্পর্কিত আলাপ দেখে পাঠক-মনে বিশ্বাসের উদ্রেক ঘটতে পারে। কুরআনের সাথে এর সম্পর্ক কোথায়? আশা করি এর উত্তর পৃষ্ঠার ভাঁজগুলোতে পেয়ে যাবেন। আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষিতে যতটুকু জরুরি, শুধু ততটুকুই উপস্থাপন করেছি।

কুরআনের অবিকল সংরক্ষণ ও সংকলনের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। অবশেষে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে এ কাজে হাত দিতে সক্ষম হই। পাশাপাশি *Islamic Studies : What Methodology?* গ্রন্থের কাজও চালাতে থাকি। ১৯৯৯ সালে *The Atlantic Monthly*-এর জানুয়ারি সংখ্যায় টোবি লেস্টারের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে মুসলিমসমাজে বিশৃঙ্খলা বাঁধানোর সমূহ উপাদান চোখে পড়ে। সেখান থেকে এই গ্রন্থ রচনায় আরও প্রবলভাবে উদ্যত হই। মুসলিমরা কুরআনকে আল্লাহ তাআলার অবিকৃত কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করে ঠিকই; কিন্তু পান্ডিত্যপূর্ণ ঢঙে নিজেদের মতাদর্শ রক্ষা করতে তারা ব্যর্থ বলে প্রবন্ধটিতে দাবি তোলা হয়েছে। ইট যেহেতু ছোঁড়া হয়েছে, তাই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা জরুরি বোধ করলাম। কোনো টেক্সট বা আয়াতকে কুরআনের অংশ হিসাবে গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে প্রথম যুগের মুসলিম বিশেষজ্ঞ মহল কতটা কঠোর কার্যপ্রণালি অবলম্বন করেছেন, সেই ব্যাখ্যাটি জানানো প্রয়োজন।

লেস্টার যেসব গবেষকের নাম নিয়েছে, তার অধিকাংশই ইহুদি ও খ্রিস্টান। তুলনা করার সুবিধার্থে তাই ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের ইতিহাসও জুড়ে দেওয়া সমীচীন মনে হলো। এতে করে মুসলিম ও প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের মতপার্থক্য নিরীক্ষণ করা

পাঠকদের জন্য সহজতর হবে।

প্রাচ্যবিদদের মতে, কুরআন সম্পূর্ণ মৌখিকভাবে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ-সংক্রান্ত সকল বর্ণনা তাদের কাছে উপেক্ষিত। এমনকি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে কুরআন সংকলনের ইতিহাসও অনেকে অস্বীকার করে বসেন। আবার কেউ কেউ এ ব্যাপারে কেবল উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। নবিজির ইন্তেকালের পর মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজ তত্ত্বাবধানে কুরআনুল কারিমের লিখিত প্রতিলিপি মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেন। মধ্যবর্তী এই সময়কে প্রাচ্যবিদরা সাংঘাতিক সন্দেহের চোখে দেখেন। এটুকুর মধ্যে কুরআনের চরম বিকৃতি সাধনের সম্ভাবনাকে তারা একদম আঁকড়ে ধরেছেন। তাদের এহেন আচরণে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। কারণ বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের বেশ কিছু অংশ ৮০০ বছর পর্যন্ত শুধু মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। অথচ অসংখ্য বাইবেল-বিশারদ প্রাচ্যবিদ সেসব টেক্সটকে ঠিকই ঐতিহাসিকভাবে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।^[১]

আরবি লিপির সীমাবদ্ধতা (যেমন : হরকত, নুক্কা ইত্যাদির অনুপস্থিতি) প্রসঙ্গেও প্রাচ্যবিদদের আলোচনা আছে। অথচ নবিজির ইন্তেকালের মাত্র পাঁচ দশকের মধ্যেই আরবি লিপি পরিপূর্ণ বিকাশ ও স্পষ্টতা লাভ করে। এক্ষেত্রে আবারও তারা উক্ত সময়কালকে টেক্সট বিকৃতির একটি কারণ বলে অভিহিত করে। অথচ কুরআন শুধু মৌখিকভাবে ছড়ানোর^[২] কথা তারাই দাবি করেছিল (তাই যদি হয়, তবে লিখিত টেক্সটের প্রসঙ্গই অবাস্তব)। এতে করে তাদের আগের দাবির সাথে পরের দাবি সাংঘর্ষিক প্রতিপন্ন হয়। (কুরআন যদি শুধু মৌখিকভাবেই ছড়ায়) সেক্ষেত্রে আরবি লিপি উক্ত পাঁচ দশকে (তাদের দাবি মতে) ‘ত্রুটিযুক্ত’ থাকলেও কোনো গুরুত্ব বহন করে না।

বিপরীতে, হিব্রু লিপির দিকে তাকানো যাক। ইহুদিদের ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে ফিলিস্তিনে ফেরার মাঝে অতিক্রান্ত সময়টায় তাদের লিপির পরিবর্তন ঘটে। এমনকি মুসলিম আরবদের সান্নিধ্যে আসার আগ পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার বছর ইহুদিদের লিপিতে কোনো সুরক্ষণ ছিল না। দেখা যাচ্ছে, আঙুল তুলতে কুরআনের বেলায় ৫০ বছর যথেষ্ট হলেও ২ হাজার বছর পর্যন্ত সুরক্ষণহীন বিচ্ছিন্ন মৌখিক বর্ণনাবিশিষ্ট ওল্ড

[১] এমনকি সেসব মৌখিক বর্ণনার অস্তিত্বও যথেষ্ট প্রশ্নবিশ্ব; অধ্যায় ১৫ দ্রষ্টব্য।

[২] (কুরআনুল কারিম শুধু মৌখিকভাবে ছড়ানি) মূলত কুরআন লিপিবদ্ধ থাকাক্ষায়ও মানুষ তা মুখস্থ করত।

টেস্টামেন্ট ঠিকই উদার দৃষ্টি পাচ্ছে। ব্যাপারটা খুব একটা বিজ্ঞানসম্মত ঠেকল না।

এদিকে লিখিত কুরআনের মুসহাফ (পাণ্ডুলিপি) প্রথম হিজরি শতাব্দী^[১] সময়কার, হিজায়ি লিপিতে লেখা। প্রথম শতাব্দীর তারিখ সংবলিত কুরআনের অংশবিশিষ্ট পাণ্ডুলিপিও আছে। কিন্তু সবকিছু পাশে হটিয়ে প্রাচ্যবিদরা বলতে চান এগুলোও নাকি বিশুদ্ধতা প্রমাণের মানদণ্ডে বহু পরের সময়ের কুরআন। অনেকে তো আবার সবকিছুকে জাল বলেও পাশ কাটাতে চান।^[২]

অপরদিকে, পূর্ণাঙ্গা হিব্রু বাইবেলের সবচেয়ে পুরানো পাণ্ডুলিপি খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শুরুর দিককার।^[৩] রচনাকাল নির্ণয় করা গেছে—এমন সবচেয়ে পুরানো গ্রিক নিউ টেস্টামেন্টের সুসমাচারগুলোও (ইঞ্জিল) আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে লেখা হয়েছে।^[৪] অথচ কুরআনের ওপর প্রযুক্ত তাদেরই মানদণ্ড কিন্তু তারা এগুলোর ক্ষেত্রে খাটায় না। তাই সংভাবে কুরআনুল কারিমের শুদ্ধতা নিরীক্ষণ করতে চাইলে বাইবেলের প্রতি একরকম এবং কুরআনের প্রতি আরেক রকম আচরণের এই তারতম্যকে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে।

একদম শুরুর যুগে হাদিস, তাফসির, ফিকহ প্রভৃতি যেকোনো ধর্মীয় কিতাব এমন কারও মাধ্যমে বর্ণিত হতে হতো, যিনি সরাসরি এর লেখকের কাছ থেকে তা

[১] সপ্তম খ্রিস্টীয় শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টমের শুরু।

[২] 'Outline History of Arabic Writing' প্রবন্ধে এম. মিনোভি আজ পর্যন্ত বর্তমান আদি কুরআনি নমুনার সবগুলোকে জাল অথবা সন্দেহজনক বলে দাবি করেছেন। (A. Grohmann, 'The Problem of Dating Early Qur'ans', *Der Islam*, Band 33, Heft 3, Sept. 1958, p. 217)

[৩] লেনিনগ্র্যাড কোডেক্সের ভূমিকায় এ.বি. বেক লিখেছেন, 'লেনিনগ্র্যাড কোডেক্স হলো হিব্রু বাইবেলের সব থেকে পুরানো পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি... এই রচনা ধারার অন্য আরেকটি পূর্ণাঙ্গ হিব্রু বাইবেলের পাণ্ডুলিপি হলো আলেক্সান্দ্রিয়া কোডেক্স। সেটি আরও প্রায় শ' খানেক বছর পুরোনো... তবে আলেক্সান্দ্রিয়া কোডেক্স বর্তমানে খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায় এবং এর সময়কাল জানা যায় না। এদিকে লেনিনগ্র্যাড কোডেক্স সম্পূর্ণ আকারে আছে, যার সময়কাল আনুমানিক ১০০৮ অথবা ১০০৯ খ্রিস্টাব্দ।' ('Introduction to the Leningrad Codex', *The Leningrad Codex : A Facsimile Edition*, W.B. Eerdmans Publishing Co., 1998, pp. ix-x.); বিস্তারিত জানতে অধ্যায় ১৫.৪ অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

[৪] বি.এম. মেটজগারের মতে, সময়কাল নির্ণয় করা গেছে এমন প্রাচীনতম সুসমাচারগুলোর একটি গ্রিক পাণ্ডুলিপি ৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছে। মাইকেল নামক একজন সন্ন্যাসী এটি লিখেছেন। বর্তমানে তা ভ্যাটিকান লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে (৩৫৪ নং)। (*The Text of the New Testament : Its Transmission, Corruption, and Restoration*, 3rd enlarged edition, Oxford University Press, 1992, p. 56); বিস্তারিত জানতে অধ্যায় ১৭.৫.i দ্রষ্টব্য।

শিখেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর জন্য এটি ছিল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম। পুরো শিক্ষা কার্যক্রমের একটি পরিপূর্ণ রেকর্ড রাখা হতো। ফলে ইসলামি শরিয়তের সকল গ্রন্থের ইতিহাস আমরা চাইলেই একদম কাছ থেকে নিরীক্ষণ করতে পারি। প্রাথমিক অবস্থায় সেগুলো কেমন ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এর চেয়ে ভালো বিশুদ্ধতা রক্ষার পদ্ধতি আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি।^[১]

শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিমদের এ নিয়মগুলো দোকানের যেকোনো বইয়ের ওপর প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। সেগুলোর বিশুদ্ধতা এবং রচনাপ্রণালি প্রমাণ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টের লিপিকারদের কোনো বিশুদ্ধ পরিচয়সূত্র না পাওয়া সত্ত্বেও তা পশ্চিমা পণ্ডিত মহলের কাছে ঐতিহাসিকভাবে ন্যায়সঙ্গত হিসেবে গণ্য হয়েছে। অথচ মুসলিমদের অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে তারা সন্দেহের চোখে দেখে। তাই মুসলিম ও পশ্চিমা—উভয় মহলের কাজ করার পদ্ধতি আমি দেখাব। এরপর তাদের মধ্যে কোনটি অধিক নির্ভরযোগ্য তা পাঠক নিজেই বিবেচনা করবেন।

ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের অস্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু সন্দেহটা ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টের রচনাপ্রণালি নিয়ে। এর সঠিক উত্তর পাওয়া অসম্ভব। ওল্ড টেস্টামেন্টকে শুরুতে প্রত্যাদেশ (ওহি) বলে বিবেচনা করা হলেও পরে তা মোশির (মুসার) লেখা বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু জল এরপরে আরও গড়িয়েছে। সর্বশেষ, এগুলোকে অর্থাৎ মোশির পাঁচ পুস্তককে (তাওরাত) বিভিন্ন সূত্রের হাত ঘুরে প্রায় ১ হাজার বছর ধরে রচনা করা হয়েছে বলে ধারণা হয়।^[২]

এই অজ্ঞাতনামা লেখকদের পরিচয় কী? তারা কতটা সৎ ও নির্ভুল? বর্ণিত ঘটনাগুলো সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কতটা নির্ভরযোগ্য? তারা কি সেগুলোর চাক্ষুষ সাক্ষী? আমাদের কাছে তাদের রচিত পুস্তকগুলো কীভাবে পৌঁছল?

ইহুদিদের কিতাব সম্পর্কে একমাত্র নিশ্চিত তথ্য হলো, অস্তিত্ব লাভের অল্প কিছুকাল পর কয়েক শতাব্দীর জন্য তা নিখোঁজ হয়ে গেছে। হঠাৎ আবার খোঁজ

[১] অধ্যায় ১২ দ্রষ্টব্য।

[২] তাওরাত ও যাবুরকে মুসলিমরা ঐশীগ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করে; কিন্তু পরবর্তীতে তা হারিয়ে যায় বা বিকৃতির শিকার হয়। বর্তমান ওল্ড টেস্টামেন্টে সত্যবাণীর সামান্য কিছু অংশ হয়তো বিদ্যমান আছে; তা-ও বিভ্রান্তি ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায়। এভাবে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। তাই কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশগুলোকেই শুধু গ্রহণ করা হবে।

মিলেছে।^[১] এরপর আবারও বহু শতাব্দী একেবারে নিশ্চিহ্ন থাকার পর আচমকা পুনরুত্থার করা হয়।

এর সাথে তুলনা করুন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েক হাজার নির্ভরযোগ্য সাহাবির কথা। তারা সুখে-দুঃখে, যুগ্মে-শান্তিতে, ক্ষুধায়-আরামে সর্বদা তার পাশে থেকেছেন। তারাই অতি যত্নে প্রত্যেকটি আয়াত ও হাদিস সংরক্ষণ করেছেন। তাদের জীবনীগুলো মর্মস্পর্শী ইতিহাস। অথচ প্রাচ্যবিদরা এর বিরাট অংশকে কল্পকাহিনি বলে উড়িয়ে দেন। ওয়াশব্রোহের তত্ত্বানুসারীদের কাছে এগুলো শুধুই ‘আধ্যাত্মিক মুক্তির গল্পে’র উদাহরণ; বাস্তবে ঘটা ঘটনার ওপর যার কোনো প্রভাব নেই।

এদিকে আরেক পণ্ডিত শ্রেণি প্রতিনিয়ত নিজেদের ধর্ম-সংক্রান্ত বয়ানে পরিবর্তন ঘটচ্ছেন। যিশুর ক্রুশবিন্দু হওয়ার ঘটনার কথাই ধরা যাক। অর্থোডক্স ইহুদিদের মতে,

মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা, অন্য ইহুদিদেরকেও এতে উদ্বুদ্ধ করা এবং ধর্মগুরুদের ক্রোধের উদ্বেক করার অপরাধে শাস্ত্রীয় বিচারে যিশুকে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেওয়া সকল প্রাচীন ইহুদি সূত্র এই হত্যার কৃতিত্ব খুশিমনে নিজেদের ওপর নিয়েছে। এমনকি তালমুদে (হত্যাকাণ্ডের সাথে) রোমানদের সংশ্লিষ্টতা উল্লেখও করা হয়নি।^[২]

যিশুর বিরুদ্ধে তালমুদে একগাদা দুরুক্তিপূর্ণ যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ আনা হয়েছে। এ-ও বলা হয়েছে, ‘দোজখে তাকে ফুটন্ত মলমূত্রে চুবানো হবে...’^[৩]

তালমুদে থাকা সত্ত্বেও নিউ টেস্টামেন্ট এবং আধুনিক খ্রিস্টানরা এ সকল তথ্য এড়িয়ে গেছে। একেক যুগে ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মগ্রন্থের শব্দ ও ভঙ্গি পরিবর্তন করলে সেটা পবিত্র থাকে কী করে?^[৪] এমনতাবস্থায় ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মকে ঐতিহাসিক

[১] ২ রাজাবলি ১৪-১৬ দ্রষ্টব্য।

[২] Israel Shahak, *Jewish History, Jewish Religion*, Pluto Press, London, 1977, pp. 97-98; কুরআনুল কারিমেও ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যার ব্যাপারে ইহুদিদের দাবির কথা রয়েছে। তবে তার মৃত্যুকে কুরআন খোলাখুলি অস্বীকার করেছে। (সূরা নিসা, আয়াত : ১৫৭)

[৩] *ibid*, p. 20-21.

[৪] অধ্যায় ১৭.৭ দ্রষ্টব্য।

মর্যাদা দিয়ে একই বুদ্ধিজীবী মহল ইসলামের ইতিহাসকে কীভাবে অস্বীকার করে? [১]

ইসলামের সংজ্ঞা কিংবা ইসলামি উৎসের বক্তব্য জানা মূল প্রসঙ্গ নয়। এখানে বিষয় হলো, নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি মুসলিমদের বুঝ এবং এর বিপরীতে প্রাচ্যবিদদের গবেষণা তাদের কীভাবে তা দেখাতে চায়, সেটি বোঝা।

কয়েকবছর আগে অধ্যাপক সি. ই. বোসওর্থ কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি ব্রিল প্রকাশনার *Encyclopaedia of Islam*-এর একজন সম্পাদক। কিন্তু বিশ্বকোষে কুরআন, হাদিস, জিহাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিবন্ধ রচনায় তারা মুসলিম পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হননি। এমনকি পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করা মুসলিমদেরও না। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটি পশ্চিমাদের জন্য পশ্চিমাদের দ্বারা রচিত বিশ্বকোষ।

এ কথাটি আসলে সত্যকে খণ্ডিত করে বলা। কারণ তা মোটেই শুধু পশ্চিমাদের গেলানোর উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। *Orientalism* গ্রন্থে এডওয়ার্ড সাইদ কার্ল মার্ক্সের একটি উদ্ভৃতি টেনেছেন—

ওরা নিজেদের উপস্থাপন করতে পারে না; অতি অবশ্যই ওদের উপস্থাপিত করা চাই। [২]

এখানে মার্ক্স ফরাসি কৃষকশ্রেণির কথা বলেছেন। এভাবে মাত্র এক বাক্যে গোটা একটি সম্প্রদায়ের ভাষ্য কেড়ে নিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার দায় অন্যদের ঘাড়ে ওঠানো মোটেও নতুন কিছু নয়।

ভূমিকা শেষ করার আগে আরেকটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। নির্দিষ্ট পরিমাণ গবেষণা যখন শেষমেশ কোনো তত্ত্ব দাঁড় করায়, তখন অ্যাকাডেমিয়ার দাবি অনুযায়ী সেই তত্ত্বকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যদি উত্তীর্ণ না হয়, তাহলে সেটি হয় সংশোধন ও পুনঃপরীক্ষা করতে হবে আর নয়তো সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে। দুঃখজনকভাবে ইসলাম সম্পর্কিত তাদের গবেষণাপ্রসূত তত্ত্বগুলো অপতথ্যে ঠাসা এবং বহুবিধভাবে অনুত্তীর্ণ। তবুও সেগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন তা প্রমাণিত সত্য।

[১] Andrew Rippen, 'Literary analysis of Qur'an, Tafsir, and Sira : The Methodologies of John Wansbrough', in R.C. Martin (ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies*, Univ. of Arizona Press, Tuscon, 1985, pp. 151-52.

[২] Edward Said, *Orientalism*, Vintage Books, New York, 1979, p. xiii.

দুটি উদাহরণ দেখা যাক। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ-সংক্রান্ত বিখ্যাত একটি হাদিস—

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা : আল্লাহর একত্ববাদ, সালাত, সিয়াম, যাকাত, ও হজ।^[১]

অধ্যাপক ওয়েনসিংক এই হাদিসটিকে সন্দেহের চোখে দেখেন। কারণ এতে কালিমায়ে শাহাদাত অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি আছে। তার মতে, বিশ্বাসের ঘোষণা বা কালিমার ধারণা সাহাবিরা সিরিয়ার কিছু খ্রিস্টানদের কাছ থেকে চুরি করেছেন। এর আগে তা ইসলামের মূলভিত্তি ছিল না। এই দাবির সমস্যা হলো, তাশাহুদেও এই কালিমা পড়া হয়; যা (নবিজির সময় থেকে) নিয়মিত সালাতের অংশ। এরপরেও ওয়েনসিংক নিজের তত্ত্ব সংশোধন না করে আরও একটি তত্ত্ব দাঁড় করালেন। এবার তিনি সালাতকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় বিধান হওয়ার দাবি তোলেন।^[২] হয়তো আরও একটি তত্ত্ব ওয়েনসিংককে বানাতে হবে। কারণ আযান ও ইকামতেও কালিমা আছে। আর সেগুলো কখন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হলো, তা এখনো তিনি জানাননি।

এবার দ্বিতীয় উদাহরণে গোল্ডজিহারের কথা বলা যাক। তার তত্ত্ব অনুযায়ী, আদি পাণ্ডুলিপিগুলোর হরকত ও নুস্তাবিহীন পাঠ্যের (Consonantal text) কারণে কুরআনের পঠনরীতিতে (কিরাতের) পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারণার সপক্ষে কয়েকটি উদাহরণ দেখিয়েছেন তিনি। কিন্তু এর বাইরে আরও প্রায় শ'খানেক উদাহরণ আছে, যেখানে তার এই তত্ত্ব খাটে না। সেগুলোকে তিনি স্রেফ পাশ কাটিয়ে গেছেন। তবুও একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মাঝে তার কাটতি কমেনি।^[৩]

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি গবেষক থেকে শুরু করে একেবারে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও বোদ্ধা মহলের কাছে এর কোনো অংশ পুনরাবৃত্তিপ্রবণ কিংবা সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কারণ সব ক্ষেত্রে সহজপাঠ্যতার মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

আরবি আয়াত থেকে তরজমা করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো অনুবাদ অনুসরণ করা হয়নি। আর অনুসৃত অনুবাদের ওপরও প্রয়োজনে সম্পাদনা করা হয়েছে। অনুবাদের যথার্থতার ভিত্তিতে তা করেছি। তবে এর ফলে কুরআন বিকৃতির কোনো সম্ভাবনা

[১] সহিহ মুসলিম, অধ্যায় : ঈমান, হাদিস : ২২

[২] A.J. Wensinck, *Muslim Creed*, Cambridge, 1932, pp. 19-34.

[৩] বিস্তারিত অধ্যায় ১১ দ্রষ্টব্য।

নেই। কারণ কুরআনের ভাষা আরবি। একজন অনুবাদকের দায়িত্ব এর ভাবার্থ আহরণ করা। ছায়া কেবলই ছায়া। তেমনই অনুদিত কুরআনও কখনো মূল কুরআন নয়, সেটি শুধু কুরআনের অনুবাদ মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত তা অপ্রাসঙ্গিক কিংবা ভুলভাবে উদ্ভূত করা না হচ্ছে, ততক্ষণ নির্দিষ্ট কোনো অনুবাদকে আঁকড়ে ধরার কোনো প্রয়োজন নেই।

পাঠকদের জন্য আরেকটি সতর্কবার্তা আছে। সকল নবি-রাসুলের চারিত্রিক পবিত্রতা এবং সৎকর্মশীলতার ওপর বিশ্বাস রাখা একজন মুসলিমের জন্য আবশ্যিক। কিন্তু এই গ্রন্থে আমি অনেক অমুসলিম সূত্র থেকে উদ্ভূতি টানব। সেখানে তারা নিজেদের প্রভু যিশুখ্রিস্টকে ব্যাভিচারী বা সমকামী হিসেবে চিত্রিত করেছে; কোথাও আবার সলোমনকে (সুলাইমান) মূর্তিপূজক, ডেভিডকে (দাউদ) ব্যাভিচারের নকশাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (হে আল্লাহ, তোমার নবিদের বিরুদ্ধে এমন উচ্চারণ কতই না অন্যায়!)

এ সমস্ত জঘন্য অনুমান উদ্ভূত করতে গিয়ে প্রতিবার টীকা যুক্ত করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। তাই এখানেই আমি মুসলিমদের অবস্থান পরিষ্কার করে দিতে চাই। অন্যরা যেটা বলুক, আল্লাহর বার্তা বহনকারীদের প্রতি মুসলিম-মনের নিঃশর্ত ভক্তির কোনো নড়চড় যেন না হয়। পরিশেষে গ্রন্থটি রচনাকালে কোনো ঘটনা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক যেকোনো একটি নির্ভরযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছি। বিদ্যমান সকল মতবাদ নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করতে গেলে তা সাধারণ পাঠকের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ কথা মাথায় রেখেই পাঠক আশা করি সামনে এগোবেন।

ইয়েমেনের কিছু প্রিয়মুখের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের অকাতর সহযোগিতা এবং অনুমতি ছাড়া সানআ থেকে প্রাপ্ত কুরআনের আদি পাণ্ডুলিপিগুলোর ফটোকপি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই প্রিয়মুখেরা হলেন শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু হুসাইন আহমার এবং পিতার মতো স্নেহ বিলানো শাইখ কাযি ইসমাইল আকওয়া। প্রিয় উস্তায আব্দুল মালিক মাকহাফি, ড. ইউসুফ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ এবং নাসির আবসির প্রতি কৃতজ্ঞতা—যিনি পাণ্ডুলিপিগুলোর ছবি তুলেছেন। আল্লাহ তাআলা যেন তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করেন।

পাটনার খুদা বক্স লাইব্রেরি, হায়দারাবাদের সালার জাঙ্গা জাদুঘর এবং বিশেষ করে ড. রাহমাত আলির অবদানও অনস্বীকার্য। তারা আমাকে ব্যাপক উপাঙ্গ-উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। রামপুরের রাযা লাইব্রেরির আবু সাদ ইসলাহি এবং উইকার হুসাইনের প্রতি একরাশ কৃতজ্ঞতা। তারা আমাকে কুরআনের কয়েকটি পাণ্ডুলিপির রঙিন স্লাইড প্রদান করেছেন।

এরপরও আরও অসংখ্য নাম বাকি থেকে যায় যারা বিশেষ সম্মাননা পাওয়ার দাবি রাখে : প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আমাকে মনোনীত করার জন্য কিং ফায়সাল ফাউন্ডেশনের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রিন্সটন সেমিনারিকেও ধন্যবাদ। কারণ তাদের কাছ থেকে আমি এই গ্রন্থের জন্য অমূল্য সব উপাদান পেয়েছি। তারপর পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত কুরআনের মুদ্রণ মদিনা মুসহাফের পেছনে পরিশ্রম করা প্রাণগুলোর কথা না বললেই নয়। টাইপ-সেটিংয়ে সহযোগিতা করার জন্য মাদানি ইকবাল আযমি এবং টিম বোয়েসকে ধন্যবাদ। নির্ঘণ্টের পেছনে ছিলেন মুহাম্মাদ আনসা। পুরো গ্রন্থটি রচনাকালে উৎকৃষ্ট প্রতিবেশী হিসেবে পাশে ছিলেন ইবরাহিম সূলাইফিহ। প্রুফরিডিং এবং মূল্যবান পরামর্শ দ্বারা সহযোগিতা করার জন্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ কুতুব, ড. আদিল সালাহি, দাউদ ম্যাথিউস, ড. উমার চাপরা, শাইখ জামাল যারাবোযো, হাশির ফারুকি, শাইখ ইকবাল আযমি, আব্দুল বাসিত কাযমি, আব্দুল হক মুহাম্মাদ, শাইখ নিয়াম ইয়াকুবি, ড. আব্দুল্লাহ সুবাইহ, হারুন শিরওয়ানিসহ আরও বহু মানুষের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পুরো সময়টায় অক্লান্তভাবে পাশে থাকার জন্য আমার পরিবারের প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা। পাণ্ডুলিপি তৈরি, প্রতিবর্ণীকরণ এবং গ্রন্থপঞ্জি সাজাতে বড় ছেলে আকিল লাগাতার সাহায্য করেছে। ফটোকপি করার কাজে ব্যাপক সহযোগিতা করেছে আমার মেয়ে ফাতিমা। আর পুরো পাণ্ডুলিপির ভাষাকে^[১] সুস্পষ্ট এবং নির্মল করার পূর্ণ তারিফ আমার ছেলে আনাসের জন্য তোলা থাকল। পঞ্চাশটি বছর যাবৎ অসংখ্য ত্যাগ এবং আমাকে সহ্য করে যাওয়া প্রিয় স্ত্রীর প্রতি রইল আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা। অসামান্য ধৈর্য এবং ভুবনভোলানো হাসি দিয়ে সে সবকিছু আগলে গেছে। আল্লাহ তাআলা যেন তাদের সদাশয়তা ও মহত্বকে নিজ হাতে পুরস্কৃত করেন।

পরিশেষে সর্বস্ব কৃতজ্ঞতা আমার সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি। এরকম একটি বিষয়ে তিনি আমাকে কলম চালানোর তাওফিক দান করেছেন। যদি কিছু ভুল হয়ে যায়, তা সম্পূর্ণ আমার। আর এর যা কিছুতে তিনি সন্তুষ্ট, সেটি তাঁরই মহিমা। তিনি যেন আমার এ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কবুল করে নেন।

১৪২০ হিজরির সফর মাসে (মে, ১৯৯৯) প্রাথমিকভাবে এই গ্রন্থের কাজ সমাপ্ত হয়। তা ছিল রিয়াদের মাটিতে।

পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় থাকাবস্থায় এটি ক্রমসংশোধন যাত্রায় থাকে। এর মধ্যে ১৪২০ হিজরির রামাদানে (ডিসেম্বর, ১৯৯৯) মক্কার

[১] মূল গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় রচিত।—অনুবাদক

মসজিদুল হারামেও কিছু অংশ সম্পাদিত হয়। সর্বশেষ ১৪২৩ হিজরির ফিলকদে (জানুয়ারি, ২০০৩) রিয়াদের মাটিতেই কাজটি পরিণতি লাভ করে।

মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল-আযমি





সূচিপত্র

শুরুর আগে	২৯
ভূমিকা	৪৩
ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৫৮
১. প্রাক-ইসলামি আরব	৫৮
i. ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থা	৫৮
ii. ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং মক্কা	৬০
iii. মক্কা কুসাইয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা	৬৩
iv. মক্কা : গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা	৬৫
v. কুসাই থেকে নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৬৬
vi. আরবের ধর্মীয় পরিস্থিতি	৬৭
২. মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হিজরতপূর্ব ৫৩-১১ হিজরি/৫৭১-৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)	৬৯
i. নবিজির জন্ম	৬৯
ii. বিশ্বস্তজন	৭০
iii. নবুয়তের দায়িত্ব	৭০

iv. আবু বকরের ইসলামগ্রহণ	৭১
v. প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত	৭৩
vi. কুরাইশদের লোভনীয় প্রস্তাব	৭৪
vii. একঘরে করে শাস্তিদান	৭৫
viii. আকাবার বাইআত	৭৬
ix. নবিজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র	৭৭
x. নবিজি এলেন মদিনায়	৭৮
xi. বদর যুদ্ধের পূর্ব-পরিস্থিতি	৭৯
xii. খুবাইব ইবনু আদি আনসারির হত্যাকাণ্ড	৮১
xii. মক্কা বিজয়	৮২
৩. নবিজির ইন্তেকাল এবং আবু বকর সিদ্দিকের খিলাফত	৮৪
i. মুরতাদ নির্মূলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু	৮৪
ii. সিরিয়ায় সেনাদল প্রেরণ	৮৬
৪. খলিফা উমার এবং উসমানের সময় বিজিত অঞ্চলসমূহ	৮৬
৫. অধ্যায় শেষে	৮৮
ওহি এবং নবুয়ত	৯০
১. স্রষ্টা এবং তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য	৯১
i. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য	৯৩
ii. মনোনীত নবি-রাসুলদের প্রচারিত ওহি	৯৩
২. সর্বশেষ রাসুল	৯৫
৩. ওহি নাযিল	৯৬
i. ওহির সূচনা এবং কুরআনের অলৌকিকতা	৯৯
ii. কুরআন তিলাওয়াতে মূর্তিপূজারীদের প্রতিক্রিয়া	১০০
৪. কুরআনের প্রতি নবিজির দায়িত্ব	১০৩
৫. জিবরিলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত	১০৫

৬. প্রাচ্যবিদদের উত্থাপিত দাবি প্রসঙ্গে দুটি কথা	১০৭
৭. অধ্যায় শেষে	১০৮
কুরআন শিক্ষা	১১০
১. কুরআন তিলাওয়াত : শেখা ও শেখানো	১১১
২. মক্কা পর্ব	১১৬
i. শিক্ষকের দায়িত্বে নবিজি	১১৬
ii. শিক্ষকের দায়িত্বে সাহাবিগণ	১১৮
iii. মক্কায় শিক্ষানীতির ফলাফল	১১৮
৩. মদিনার পর্ব	১১৯
i. শিক্ষকের দায়িত্বে নবিজি	১১৯
ii. মদিনায় কুরআন শিক্ষায় নবিজির ব্যবহৃত ভাষা	১২০
iii. শিক্ষকের দায়িত্বে সাহাবিগণ	১২১
৪. শিক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল : কুরআনে হাফিজ সাহাবি	১২৩
৫. অধ্যায় শেষে	১২৫
কুরআন সংরক্ষণ এবং বিন্যাস	১২৭
১. মক্কা পর্ব	১২৭
২. মদিনা পর্ব	১২৯
i. ওহি লেখক	১২৯
ii. শ্রুতিলিখন	১২৯
iii. কুরআন লিখনের ব্যাপকতা	১৩০
৩. কুরআন বিন্যাস	১৩০
i. সুরার মধ্যে আয়াতের বিন্যাস	১৩০
ii. সুরা বিন্যাস	১৩৫
iii. অসম্পূর্ণ মুসহাফে সুরা বিন্যাস	১৩৬
৪. অধ্যায় শেষে	১৪১

লিখিত সংকলন	১৪২
১. আবু বকর সিদ্দিকের যুগে কুরআন সংকলন	১৪৩
i. যাইদ ইবনু সাবিতকে সংকলনকারী হিসেবে নিয়োগ	১৪৩
ii. যাইদ ইবনু সাবিতের পরিচিতি	১৪৪
iii. যাইদ ইবনু সাবিতের প্রতি খলিফার নির্দেশনা	১৪৫
iv. লিখিত উপাদানের সন্ধ্যাবহার	১৪৭
v. স্মৃতিনির্ভর উৎসের ব্যবহার	১৪৯
vi. কুরআনের বিশুদ্ধতা : সুরা তাওবার শেষ দুই আয়াত	১৫০
vii. রাষ্ট্রীয়ভাবে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ	১৫১
২. খলিফা উমারের অবদান	১৫২
৩. অধ্যায় শেষে	১৫৩
উসমানি মুসহাফ	১৫৫
১. পঠনপদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক এবং খলিফা উসমানের পদক্ষেপ	১৫৫
২. সরাসরি সুহুফ অনুসরণে মুসহাফ তৈরি	১৫৭
৩. সরাসরি একক মুসহাফ তৈরি	১৫৭
i. ১২ সদস্যের পরিষদ	১৫৭
ii. সরাসরি মুসহাফ সাজানো	১৫৮
iii. মিলিয়ে দেখার জন্য আয়িশার কাছ থেকে সুহুফ পুনরুদ্ধার	১৫৯
iv. যাচাই করার উদ্দেশ্যে হাফসার নিকট থেকে সুহুফ সংগ্রহ	১৬৪
৪. উসমানি মুসহাফ প্রবর্তন	১৬৪
i. সাহাবিদের সামনে চূড়ান্ত প্রতিলিপি পাঠ করে শোনানো	১৬৪
ii. প্রত্যয়নকৃত অনুলিপির সংখ্যা	১৬৫
iii. অন্য সকল পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলা	১৬৫
iv. মুসহাফের পাশাপাশি ‘কারি’ প্রেরণ	১৬৬
v. প্রেরিত মুসহাফের সাথে সংযুক্ত নির্দেশ	১৬৭

৫. অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে উসমানি মুসহাফ	১৬৯
i. মালিক ইবনু আনাস ইবনি মালিক ইবনি আবি আমির আল-আসবাহি	১৭২
৬. হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের অবদান	১৭৬
৭. মুসহাফ বিক্রি প্রসঙ্গে	১৭৯
৮. অধ্যায় শেষে	১৮১
পাঠসহায়িকার ক্রমবিকাশ	১৮৩
১. সুরা পৃথকীকরণ	১৮৩
২. আয়াত পৃথকীকরণ	১৮৫
৩. অধ্যায় শেষে	১৮৮
আরবি পালিওগ্রাফির ইতিহাস	১৮৯
১. আরবি বর্ণের ইতিহাস	১৮৯
২. আদি আরবি লিপি এবং নথিপত্র গবেষণা	১৯৩
i. নাবাতীয় এবং আরবি লিপির দ্বন্দ্ব	১৯৩
ii. নাবাতীয়দের ভাষা কী ছিল?	১৯৫
iii. আদি আরবির সূত্র বর্ণমালা ছিল	১৯৭
iv. বিভিন্ন প্রকার লিপি এবং কুফীয় মুসহাফ প্রসঙ্গে	২০০
৩. অধ্যায় শেষে	২০৪
কুরআনে আরবি পালিওগ্রাফি এবং অর্থোগ্রাফি	২০৫
১. নবিজির সময়কার লিখন-পদ্ধতি	২০৭
২. উসমানি মুসহাফের অর্থোগ্রাফি	২০৭
৩. মুসহাফে নুস্তার ব্যবহার	২১২
i. প্রারম্ভিক আরবি লিখনকর্ম এবং গাঠনিক নুকাত	২১২
ii. উচ্চারণ চিহ্নের উদ্ভাবন	২১৫
iii. একই সাথে দুটি ভিন্ন উচ্চারণ চিহ্নের ব্যবহার	২১৭
৪. গাঠনিক নুকাত এবং উচ্চারণ চিহ্ন পদ্ধতির উৎস	২১৯

৫. সাধারণ আরবি লিপিতে তথাকথিত অর্থো এবং পালিওগ্রাফিক ব্যতিক্রম	২২২
৬. অধ্যায় শেষে	২২৪
বিভিন্ন পঠনরীতির কারণ	২২৬
১. কিরাত একটি সুন্নাহ	২২৭
২. একাধিক কিরাতের প্রয়োজনীয়তা	২২৯
৩. বিকল্প পাঠ বা তথাকথিত ভিন্নতার কারণ : প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিকোণ	২৩২
i. গাঠনিক নুকাতের অনুপস্থিতির ফলে সৃষ্ট ভিন্নতা	২৩৩
ii. উচ্চারণ চিহ্ন না থাকার ফলে সৃষ্ট ভিন্নতা	২৩৩
৪. বিকল্প পাঠ বা তথাকথিত পাঠভিন্নতার দ্বিতীয় কারণ	২৩৭
৫. পাঠ করার সময় সমার্থক শব্দ ব্যবহার	২৪০
৬. অধ্যায় শেষে	২৪২
মুসলিমদের শিক্ষাপদ্ধতি	২৪৪
১. জ্ঞানার্জনের ক্ষুধা	২৪৫
২. ব্যক্তিগত সান্নিধ্য শিক্ষার জন্য অপরিহার্য	২৪৬
৩. ইসনাদ পদ্ধতির প্রবর্তন	২৪৭
i. ইসনাদের বিস্তার	২৪৮
৪. ইসনাদ এবং হাদিসের প্রামাণিকতা যাচাই	২৫০
i. বিশ্বস্ততা প্রতিপাদন	২৫১
ii. অবিরত বর্ণনাধারা	২৫৫
iii. সপক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ	২৫৫
iv. ইসনাদ পরীক্ষা	২৫৬
৫. প্রথম যুগের আলিম	২৫৭
৬. জালকরণ থেকে রক্ষা : একটি মৌলিক পদ্ধতি	২৫৯
i. হাদিসগ্রন্থ ব্যবহারের শর্ত	২৬২
ii. টীকা : ব্যাখ্যা সংযুক্তি	২৬৩

iii. পরিচয় নির্ণয়	২৬৪
৭. পাঠ প্রত্যয়নপত্র	২৬৬
i. রিডিং নোটের গুরুত্ব	২৬৭
৮. অন্যান্য শাখার ওপর হাদিস-শাস্ত্রের প্রভাব	২৭৪
৯. ইসনাদ এবং কুরআনের ব্যাপ্তি	২৭৪
১০. অধ্যায় শেষে	২৭৬
তথাকথিত মুসহাফু ইবনি মাসউদ প্রসঙ্গ	২৭৭
১. ইবনু মাসউদের মুসহাফের সূরা বিন্যাস	২৭৮
২. টেক্সটে ভিন্নতা	২৮০
৩. তিনটি সুরার অনুপস্থিতি	২৮২
i. মুসহাফু ইবনি মাসউদের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ	২৮৩
ii. ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিশ্বাস	২৮৫
৪. কোনোকিছু কুরআন হিসেবে কখন গৃহীত হয়?	২৮৭
i. আয়াত যাচাইয়ের মূলনীতি	২৮৮
ii. মূলনীতি রক্ষা না করার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত আলিম	২৯০
৫. অধ্যায় শেষে	২৯০
ইহুদি ধর্মের প্রাথমিক এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	২৯৪
১. ‘ঈশ্বরের রাজ্য’ প্রতিষ্ঠাপূর্ব ইহুদিদের ইতিহাস	২৯৫
আব্রাহামের পুত্র ইশমায়েল (ইসমাইল) এবং আইজ্যাকের (ইসহাক) জন্ম	২৯৫
ইসহাককে একমাত্র বৈধ এবং ঔরসজাত সন্তান বানানোর প্রচেষ্টা	২৯৬
নিজের পিতার সাথে জ্যাকবের (ইয়াকুব) প্রতারণা	২৯৬
স্বশুর হয়ে জামাইয়ের সাথে প্রতারণা	২৯৭
জ্যাকবের সাথে ঈশ্বরের যুদ্ধ	২৯৭
জ্যাকবের পরিবার	২৯৮
মোশি/মুসা (Moses)	২৯৯

বনি ইসরাইলকে ধন-রত্ন চুরি করার ঐশী উপদেশ	২৯৯
২০ লক্ষ হিজরতকারী	৩০০
বিধি-ফলক এবং সূর্ণের বাছুর	৩০১
মরুভূমিতে ঘুরে ফেরা	৩০২
বিচারপতিদের যুগ—ঐশ্বরিক সিন্দুক হারানো	৩০৩
২. ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ইহুদিদের ইতিহাস	৩০৩
শৌল-এর শাসনামল (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ১০২০-১০০০ অব্দ)	৩০৩
ডেভিড (দাউদ)-এর শাসনামল (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ১০০০-৯৬২ অব্দ)	৩০৪
সলোমন (সুলাইমান)-এর শাসনামল (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৯৬২-৯৩১ অব্দ)	৩০৪
৩. অধ্যায় শেষে	৩১৪
ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং বিকৃতি	৩১৫
১. ওল্ড টেস্টামেন্টের ইতিহাস	৩১৬
i. ইহুদিদের উৎস থেকে তাওরাতের ইতিহাস	৩১৬
ii. আধুনিক গবেষকদের দৃষ্টিতে তাওরাতের ইতিহাস	৩১৮
২. ইহুদি উৎস	৩২১
i. ওল্ড টেস্টামেন্টের মূল ভাষার নাম হিব্রু ছিল না	৩২১
ii. প্রাচীন ইহুদি-লিপি : কেনানীয় এবং আসিরীয়	৩২৪
iii. তাওরাতের উৎস	৩২৫
৩. মৌখিক বিধানের ইতিহাস	৩২৬
৪. হিব্রু পাঠ্যের ইতিহাস : মেসোরাহ (The Masorah)	৩২৯
i. টিকে থাকা ৩১টি মেসোরীয় টেক্সট	৩২৯
৫. নির্ভরযোগ্য পাঠ্য অন্বেষণে	৩৩১
i. জামনিয়া পরিষদের (Council of Jamnia) ভূমিকা	৩৩২
ii. ওল্ড টেস্টামেন্টের টেক্সটের ভিন্নতা	৩৩২
iii. সামারীয় এবং ইহুদিদের পেন্টাটিকের মাঝেই প্রায় ৬০০০ অমিল	৩৩৩

iv. অনিচ্ছাকৃত বিকৃতি	৩৩৫
v. মতধারাগত কারণে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন	৩৩৫
vi. ১০০ খ্রিষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রামাণ্য টেক্সটের অনুপস্থিতি	৩৩৭
vii. দশম শতাব্দীতে ওল্ড টেস্টামেন্ট বিধিবদ্ধকরণ এবং পূর্ববর্তী পাণ্ডুলিপি ধ্বংস	৩৩৭
viii. মেসোরা এবং পাঠ্যের শুদ্ধতা	৩৩৮
৬. ইহুদিদের পুনর্জাগরণ : ইসলামি রচনাশাস্ত্রের প্রভাব	৩৩৯
i. ইসলামি ধারা থেকে প্রবর্তিত উচ্চারণচিহ্ন	৩৩৯
ii. ইসলামি প্রভাবে পশ্চিমে মেসোরীয় কার্যক্রমের বিকাশ	৩৪১
iii. তালমুদে ইসলামের প্রভাব	৩৪১
৭. পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য ওল্ড টেস্টামেন্টের সময়কাল নির্ধারণ	৩৪৩
i. কুমরান এবং ডেড সি স্ক্রোল : পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ	৩৪৩
ii. বিপরীত মত : কুমরান এবং অন্যান্য গুহার ভুল টারমিনা ডেটাম	৩৪৫
৮. ইচ্ছাকৃত কিতাব বিকৃতি	৩৪৯
৯. অধ্যায় শেষে	৩৫৬
খ্রিষ্টধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৩৫৯
১. যিশু কি বাস্তবেই ছিলেন?	৩৬০
i. প্রথম শতাব্দীর অখ্রিষ্টীয় গ্রন্থাবলিতে যিশু	৩৬০
ii. খ্রিষ্টান-সমাজে ঐতিহাসিক খ্রিষ্ট	৩৬১
iii. খ্রিষ্টের ভাষা	৩৬৩
iv. খ্রিষ্ট : ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্য?	৩৬৩
২. যিশুর শিষ্য	৩৬৫
i. বারোজন শিষ্যের বিষয়ে লক্ষ্যণীয়	৩৬৮
৩. যিশুর বার্তা	৩৬৯
i. বার্তার উদ্দেশ্য	৩৭০
ii. খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস	৩৭১

iii. প্রথম যুগে ‘খ্রিস্টান’ শব্দটির প্রয়োগ	৩৭৬
৪. প্রথম যুগের খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার	৩৭৬
৫. প্রাথমিক যুগের বিশ্বাস ও ধর্মচর্চা এবং ফলাফল	৩৭৭
৬. অধ্যায় শেষে	৩৭৮
নিউ টেস্টামেন্ট : নাম-পরিচয়হীন লেখক এবং গ্রন্থবিকৃতি	৩৮০
১. হারিয়ে যাওয়া ইঞ্জিল (Q)	৩৮০
২. প্রচলিত সুসমাচার চতুষ্টয়ের লেখক পরিচিতি	৩৮২
৩. সুসমাচারগুলো কি ঐশীপ্রেরণা?	৩৮৩
৪. নিউ টেস্টামেন্টের বিস্তারলাভ	৩৮৪
i. বিভিন্ন প্রকার টেক্সটের অস্তিত্বলাভ	৩৮৫
ii. সংশোধনের সময়-কাল	৩৮৭
৫. পাঠ্য-বিকৃতি	৩৮৮
i. নিউ টেস্টামেন্টের পাঠ ভিন্নতা	৩৮৮
ii. লিপিকারদের করা পরিবর্তন	৩৯২
৬. ইরাসমাস বাইবেল (<i>The Erasmus Bible</i>) এবং কমা জোহানিয়াম	৩৯৩
৭. সমকালীন টেক্সট বিকৃতি	৩৯৫
৮. প্রচলিত খ্রিস্টীয় মতাদর্শগুলো আদি পাণ্ডুলিপির সাথে সাংঘর্ষিক	৪০১
ত্রিত্ববাদ	৪০২
যিশুর ঐশ্বরিকতা	৪০২
প্রায়শ্চিত্ত (<i>Atonement</i>)	404
সুর্গারোহণ (<i>The Ascension</i>)	৪০৫
৯. অধ্যায় শেষে	৪০৫
প্রাচ্যবিদ এবং কুরআন	৪০৮
১. কুরআনকে বিকৃত প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা	৪০৮
২. কুরআন সংকলন প্রসঙ্গে প্রাচ্যতাত্ত্বিক সমালোচনা	৪০৯

৩. অপরিচিত পরিভাষায় ইসলামের বিকৃত প্রকাশ	৪১১
৪. নকলের অভিযোগ	৪১২
i. জোড়াতালি দিয়ে আত্মস্থ করার অভিযোগ	৪১২
ii. বাইবেলের নকল	৪১৪
৫. ইচ্ছাকৃত কুরআন বিকৃতি	৪১৫
i. ফুগালের কুরআন-বিকৃতির চেষ্টা	৪১৫
ii. ব্লাশিরের কুরআন-বিকৃতির চেষ্টা	৪১৬
iii. রেভারেন্ড মিংগানার কুরআন-বিকৃতির চেষ্টা	৪১৮
৬. ড. পুইন এবং সানআ খণ্ডাংশ	৪২১
i. প্রথম শতাব্দীতে পরিপূর্ণ সংকলনের অস্তিত্বের পক্ষে সানআ খণ্ডাংশই কি একমাত্র প্রমাণ?	৪২৩
৭. অধ্যায় শেষে	৪২৭
প্রাচ্যবিদদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বস্তুনিষ্ঠতা নাকি স্বার্থনিষ্ঠতা?	৪৩০
১. ইহুদীয় উদাহরণ	৪৩০
i. কোনো অ্যান্টি-সেমিটিক গ্রন্থের যথার্থতা	৪৩১
ii. ইহুদিদের বিষয়বস্তু নিয়ে ইহুদিধর্ম-বিরোধী (Anti-Judaic) বিশেষজ্ঞ কি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন?	৪৩২
iii. ইহুদি-বিশেষজ্ঞ হলেই কি যেকোনো ইহুদি-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করা যায়?	৪৩৩
২. মুসলিমদের কাউন্টারপয়েন্ট	৪৩৫
i. ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলি নিগ্রহ	৪৩৫
ii. প্রতারক প্রাচ্যতাত্ত্বিক অগ্রদূত	৪৩৭
৩. পক্ষপাতহীনতার খোঁজে	৪৩৮
i. ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে : ইহুদি, খ্রিস্টান, রোমান	৪৩৮
ii. আধুনিক গবেষণায় নিরপেক্ষতা	৪৪১
৪. উদ্দেশ্য এবং স্ট্য চাপ	৪৪৩
i. উপনিবেশবাদ এবং মুসলিমদের মনোবল হ্রাস	৪৪৩

ii. ইহুদি-সমস্যা, ইতিহাস ঢাকা এবং মিথ্যাচার	৪৪৬
৫. অধ্যায় শেষে	৪৫৩
শেষ কথা	৪৫৫
Note from Shaykh Imtiyaz Damiel	৪৫৯
লেখক পরিচিতি	৪৬১





ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১. প্রাক-ইসলামি আরব

i. ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

তিন মহাদেশের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছে আরব উপদ্বীপ। পুরোনো বিশ্ব-মানচিত্রে একদম প্রাণকেন্দ্রে তার অবস্থান। তাকালে মনে হবে নিজের অনন্য পরিচয় সুমহিমায় প্রকাশ করছে যেন। পশ্চিমে সীমানা বেঁধেছে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং উত্তরে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া। বৃক্ষ-শূষ্ক এ অঞ্চলের পশ্চিম উপকূলে আছে সারাওয়াত পর্বতমালা আর কিছু সবুজের সমারোহ। ভূগর্ভস্থ পানির উৎস সেখানকার পানির অভাব কিছুটা লাঘব করে। ফলে বেড়ে ওঠা মরুদ্যানকে ঘিরে টিকে আছে জনবসতি এবং যাবাবর কাফেলা।

ইতিহাসের শুরু থেকেই আরব উপদ্বীপে মানববসতি গড়ে উঠেছে। তৃতীয় শতাব্দীর আগেই^[১] সেখানে নগররাষ্ট্র গড়ে তোলে পারস্য উপসাগর এলাকার অধিবাসীরা। বহু গবেষক একে সকল সেমিটিক জাতির উৎপত্তিস্থল বলে অভিহিত করেছেন। অ্যালয়স স্প্রেঞ্জার, আর্চিবল্ড হেনরি সেস, মাইকেল ডা গোয়ে, কার্ল ব্রকেলম্যান-সহ আরও অনেকেই এ ব্যাপারে একমত।^[২] ভিন্নমতও আছে। যেমন : ফন ক্রেমার,

[১] জাওয়াদ আলি, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কবলাল ইসলাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৬৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩১-২৩২

গাইড ও হোমেল ব্যাবিলনের কথা বলেছেন।^[১] নোয়েলডেক ও অন্যদের মতে আফ্রিকা,^[২] এ.টি. ক্রের মতে আমুরু^[৩], জন পিটার্সের মতে আরমেনিয়া,^[৪] জোহরি ফিলপির মতে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাংশ^[৫] আর উৎস্রাভের মতে ইউরোপ^[৬]।

ফিলিপ হিটি তার *History of Arabs* গ্রন্থে লিখেছেন—

‘আমেরিকায় ব্যাপক ইহুদি উপস্থিতির প্রভাবে বর্তমানে পশ্চিমাধারায় সেমিটিক বলতে শুধু ইহুদিদেরই বোঝানো হয়। কিন্তু তা মূলত অন্য যেকোনো জাতির তুলনায় আরবদের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য। তাদের শারীরিক গঠন, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ভাষা ও চিন্তাধারায় সেমিটিক বৈশিষ্ট্য এখনও অটুট রয়েছে। ফলত ইতিহাসের পাতায় সকল যুগে একই রকম রয়ে গেছে আরবরা।^[৭]

জাতিগত উৎপত্তিস্থল-সংক্রান্ত মতবাদগুলোর অধিকাংশই এসেছে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়।^[৮] তবে এর অধিকাংশের কোনো ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা নেই এবং তা বিজ্ঞানসন্মতও নয়। যেমন : এলামাইট, লুডিমের মতো জাতিগুলোকেও সেমিটিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যারা কিনা মূলত সেমাইট নয়। আবার ফিনিকান, ক্যানানাইটের মতো অনেক সেমিটিক জাতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।^[৯] তাই সেমিটিকদের উৎপত্তিস্থল আরব বলেই আমার মতামত। আরবীয় এবং বনি ইসরাইল উভয় জাতিই ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধর। কোন জাতি সেমিটিক আর কোনটি এর বহির্ভূত তা এখন থেকে বোঝা যাবে।^[১০]

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩০-৩১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩৮

[৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩৮

[৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩২-২৩৩

[৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩৮

[৭] M. Mohar Ali, *Sirat an-Nabi*, vol. IA, pp. 30-31, quoting P.K. Hitti, *History of the Arabs*, pp. 8-9.

[৮] জাওয়াদ আলি, *আল-মুফাসসাল*, পৃষ্ঠা : ২২৩

[৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২২৪

[১০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৬৩০। পুরাতন নিয়ম অনুযায়ীও আরবীয় এবং ইহুদিরা নোয়াহর (নূহ আলাইহিস

ii. ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং মক্কা

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তাআলা তাকে একজন পুত্রসন্তান দান করেন। নাম তার ইসমাইল আলাইহিস সালাম। ইসমাইলের মা হাজার^[১] ছিলেন একজন দাসী। ফেরোস^[২] তাকে সারার^[৩] জন্য উপহারস্বরূপ পাঠায়। বাইবেল অনুযায়ী^[৪], ইসমাইলের জন্মের পর হাজারের প্রতি হিংসার বশবর্তী হন সারা। নির্দেশ দেন মা ও সন্তান উভয়কেই নির্বাসনে পাঠানোর। পারিবারিক এই অস্থিতিশীলতার মুখোমুখি হয়ে ইসমাইল ও হাজারকে ইবরাহিম আলাইহিমুস সালাম মক্কার বুক্ষ প্রান্তরে নিয়ে আসেন। জনমানবহীন তপ্ত মরুভূমি, খাদ্য-পানি কিছুই নেই। চারদিকের শূন্যতা দেখে হতবিস্ময় হয়ে পড়লেন হাজার। এরপর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ফিরে যেতে গেলে তিনি তিনবার তাকে এই নির্বাসনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু ইবরাহিম কোনো উত্তরই দিলেন না। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন তা আল্লাহর নির্দেশ কি না। এবার ইবরাহিম বললেন, ‘হ্যাঁ’। এ কথা শুনে হাজার উত্তর দিলেন, ‘তাহলে তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না।’ আর হয়েছিলও তা-ই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খাদ্য-বস্ত্রহীন অসহায় অবস্থায় একাকী ছেড়ে দিয়ে ধ্বংস করেননি। মরু ফাঁড়ে তিনি জমজমের ধারা বের করলেন। শিশু ইসমাইলের পদযুগলের কাছ থেকে প্রবাহিত হলো সে ধারা। আর এই জমজমকে ঘিরেই গড়ে উঠল এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম বসতি। জুব্বুম গোত্র এ অঞ্চল অতিক্রমকালে জমজমের পানি দেখে সেখানে থাকার ইচ্ছা পোষণ করল, অতঃপর হাজারের অনুমতি নিয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল।^[৫]

সালামের) পুত্র শেমের (সাম) উত্তরসূরি।

[১] ইসমাইল আলাইহিস সালামের সম্মানিতা মাতার নাম হাজার। তিনি ছিলেন নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় স্ত্রী। আমাদের দেশে তিনি ‘হাজেরা’ নামে প্রসিদ্ধ। তবে এ উচ্চারণটি বিশুদ্ধ নয়, সঠিক ও শুদ্ধ উচ্চারণ হবে ‘হাজার’—শারয়ি সম্পাদক

[২] এ ছিল মিশরের এক জালিম বাদশাহ। সেসময়কার মিশরের বাদশাহদের উপাধি ছিল ফারাও বা ফিরাউন। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সময় যে ফিরাউনের রাজত্ব চলছিল, তার নাম ছিল আমর ইবনু ইমরিইল কাইস ইবনি সাবা। (ইবনু হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৯২)—শারয়ি সম্পাদক

[৩] সারা হলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রথম স্ত্রী। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী, যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় খলিলের জীবনসঙ্গিনী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। (*সহিহুল বুখারি* : ৩৩৫৮; *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৯২)—শারয়ি সম্পাদক

[৪] *King James Version, Genesis : 21 : 10.*

[৫] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪, ৩৩৬৫

কয়েক বছর পর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এসে তার পুত্রকে একটি সুপ্নের কথা জানানেন—

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٢﴾ وَقَدَّيْنَاهُ بِذِي الْحِجِّ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

অতঃপর তিনি যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলেন, তখন ইবরাহিম বললেন, ‘প্রিয় ছেলে, সুপ্নে দেখলাম তোমাকে আমি জবাই করছি। এখন তোমার অভিমত কী, বলো।’ তিনি বললেন, ‘বাবা, আপনি যা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন, তা-ই করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।’...আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক বড় কুরবানির বিনিময়ে।^[১]

এই ঘটনায় খুশি হয়ে আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম ও ইসমাইলকে একটি মহান দায়িত্ব প্রদান করলেন। তাদেরকে পৃথিবীর বুকে প্রথম ঘর নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো যেখানে শুধু আল্লাহরই ইবাদত হবে।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মিত হয়েছিল, তা বাক্কায় অবস্থিত। তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের জন্য পথের দিশারী।^[২]

বাক্কা হলো মক্কার আরেক নাম। সেই পাথুরে উপত্যকায় পিতা-পুত্র মিলে একসাথে কাজ করতে লাগলেন। তাদের মনের মধ্যে তখন ছিল মাত্রই আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা তাকওয়া। এভাবে গড়ে উঠল পবিত্র কাবা। কাজ পরিসমাপ্ত করে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম একটি দুআ করেছিলেন—

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيٍّ بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٩٧﴾

[১] সূরা সফফাত, আয়াত : ১০২-১০৭

[২] সূরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৯৬

হে আমাদের রব, আমি আমার কিছু বংশধরকে ফসলহীন উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করলাম; হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কয়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দেন এবং তাদেরকে রিজিক প্রদান করেন ফল-ফলাদি থেকে—আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে।^[১]

এই দু'আর ফল দ্রুতই বাস্তবে রূপ নিতে লাগল। ঘুচে গেল মক্কার জনমানবহীনতা। বাইতুল্লাহ, জমজম এবং ক্রমবর্ধমান জনবসতির ফলে প্রাণ সঞ্চারিত হলো সেখানে। সিরিয়া, ইয়েমেন, নাজদ এবং তায়েফের উদ্দেশ্যে বের হওয়া বণিকদের জন্য একসময় তা একটি সংযোগস্থলে পরিণত হয়।^[২] এজন্য ইউলিয়াস গ্যালাস থেকে নিরো পর্যন্ত সকল সম্রাট মক্কার গুরুত্বপূর্ণ এ স্থান পর্যন্ত তাদের প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। সেই চেষ্টাও করেছিলেন তারা।^[৩] [৪]

আরব উপদ্বীপজুড়ে তখন স্ভাবিকভাবেই অন্য জাতিগুলোর আনাগোনা শুরু হয়। এর মধ্যে ইহুদি শরণার্থীদের কথা উল্লেখযোগ্য। ইরাকের ব্যাবিলনে নির্বাসনকালে আরববাসীর সাথে ইহুদি ধর্মের পরিচয় ঘটে। ইহুদিরা ইয়াসরিব (বর্তমান মদিনা), খাইবার, তাইমা এবং ফাদায় বসতি স্থাপন করে খ্রিস্টপূর্ব ৫৮-৭ এবং ৭০ খ্রিস্টাব্দে।^[৫] অনেক যাযাবর তখন বাসস্থান গড়ে তাকে আরবেও।

কাহতানি বংশের বনু সালাবা বসতি গড়ে মদিনায়। তাদেরই উত্তরপুরুষ হলো আউস

[১] সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৭

[২] M. Hamidullah, 'The City State of Mecca', *Islamic Culture*, vol. 12 (1938), p. 258. Cited thereafter as *The City State of Mecca*.

[৩] কিন্তু কোনো সম্রাট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হননি। মক্কার অধিবাসীরা চিরায়ত মুক্ত; স্বাধীন জীবন যাপন করেছে। গোষ্ঠী ও গোত্রবদ্ধ জীবনব্যবস্থায় গোত্রপ্রধানের শাসন ছাড়া বহিরাগত কোনো শক্তি-বলয় তাদের বশে আনতে পারেনি কখনো। কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাসের সাথে এর রয়েছে গভীর সম্পর্ক। এভাবে যে, কুরআন নাথিল করার জন্য উপযুক্ত এমন এক জাতিকে নির্বাচন করা প্রয়োজন ছিল যারা কোনো কালে অন্য কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতি-বলয়ের অধীন ছিল না। অতএব কুরআনকে তারা প্রথম ও শেষ সভ্যতা হিসেবে হৃদয়ঙ্গম করেছে। একে তারা একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে।—শারয়ি সম্পাদক

[৪] *ibid*, p. 256, quoting Lammens, *La Mecque a La Vielle de L'Hegire* (pp. 234-, 239) and others.

[৫] জাওয়াদ আলি, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কবলাল ইসলাম*, i : ৫৫৮; প্রাগুক্ত, i : ৬১৪-১৮ ইয়াসরিব ও খাইবারে ইহুদি বসতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

ও খাজরায় গোত্র। একত্রে এদের আনসার^[১] বলা হয়। বনু হারিসা বা পরবর্তী সময়ে বনু খুজাআ পূর্ববর্তীদের সরিয়ে হিজায়ে বসবাস শুরু করে। বাইতুল্লাহর তত্ত্বাবধায়করূপে অধিষ্ঠিত হয় বনু জুরহুম।^[২] পরবর্তীকালে অবশ্য তারাই সেখানে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায়।^[৩] কাহতানি বংশের বনু লাখম হিরায়^[৪] বসতি গড়ে তোলে (২০০-৬০২ খ্রিষ্টাব্দ)। আরব আর পারস্যের মাঝে একটি বাফার স্টেট^[৫] প্রতিষ্ঠা করে তারা। সিরিয়ার নিম্নভূমিতে গাসসানীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বনু গাসসান। ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তা বাইজেন্টাইন ও আরবদের মাঝে একটি বাফার স্টেট হিসেবে থেকে যায়।^[৬] তায়ি পাহাড় বনু তায়ির বাসস্থান হয়ে ওঠে। আর বনু কিন্দা বসতি স্থাপন করে মধ্য আরবে।

উক্ত সকল গোত্রের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা সকলেই ইসমাইল ইবনু ইবরাহিমের বংশধর।^[৭]

এই অধ্যায়ের মূল আলোচনা কিন্তু মক্কার প্রাক-ইসলামি ইতিহাস নয়। মূলত এর দ্বারা নবিজির নিকটতম পূর্বপুরুষ নির্ণয়ই মূল উদ্দেশ্য। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে নবিজির পরদাদা কুসাই থেকে শুরু করা যাক।

iii. মক্কায় কুসাইয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

কুসাই ইবনু কিলাব হলেন নবিজির প্রায় ২০০ বছর আগের পূর্বপুরুষ। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড বুদ্ধিমান, শক্তিশালী এবং প্রশাসনিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি। মক্কার রাজনীতির শীর্ষস্থানীয় নেতা। মক্কার প্রতি বাইজেন্টাইনদের আগ্রহ কাজে লাগিয়ে পুরো অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করেন তিনি। তবুও বাইজেন্টাইন প্রভাব এবং তাদের ভূ-সীমা থেকে মক্কাকে পৃথক রাখতে সক্ষম হন।^[৮]

[১] M. Mohar Ali, *Sirat an-Nabi*, vol. 1A, p. 32.

[২] *ibid*, vol. 1A, p. 32.

[৩] ইবনু কুতাইবা, *আল-মাআরিফ*, পৃষ্ঠা : ৬৪০

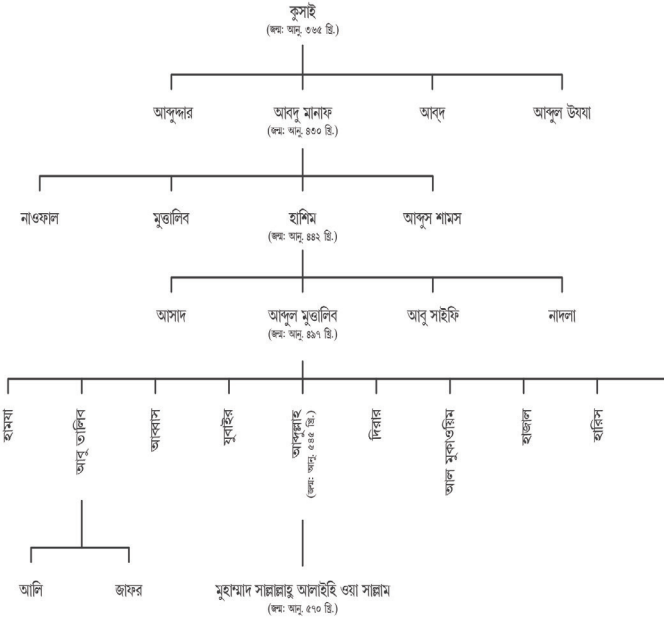
[৪] বর্তমানে ইরাকের কুফা।—সম্পাদক

[৫] দুটি শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী দেশ। এটি কখনো কখনো উভয়ের মাঝে শান্তি বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে।—সম্পাদক

[৬] *ibid*, vol. 1A, p. 32.

[৭] *ibid*, vol. 1A, p. 32.

[৮] ইবনু কুতাইবা, *আল-মাআরিফ*, পৃষ্ঠা : ৬৪০-৪১; মক্কার বনু আসাদের উসমান ইবনুল হুয়াইরিস



চিত্র : কুসাইয়ের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা

খুজাআ গোত্রের সর্দারের মেয়ে হুবা বিনতু হুলাইলকে বিয়ে করেন কুসাই। গোত্রপ্রধানের মৃত্যুর পর তিনি আরও ক্ষমতার অধিকারী বনে যান। এতে করে কাবাহরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও এসে পড়ে তার বংশের ওপর।^[১] বিক্ষিপ্ত কুরাইশ গোত্র অবশেষে মক্কায় তার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়।^[২] ওপরে কুসাইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা প্রদান করা হয়েছে।^[৩]

খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর মক্কায় ক্ষমতা বিস্তার করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে বাইজেস্টাইনরা। এজন্য উসমানকে মুকুট পরিয়ে বাইজেস্টাইন সম্রাট তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মক্কায় পাঠায়; যাতে সবাই তাকে রাজা বলে মেনে নেয়; কিন্তু তার নিজের গোত্র পর্যন্ত মেনে নেয়নি তাকে। (The City State of Mecca, pp. 256-7)

[১] Ibn Hisham, *Sira*, ed. by M. Saqqā, I. al-Ibyari and 'A. Shalabi, 2nd edition, Mustafa al-Babi al-Halabi publishers, Cairo, 1375 (1955), vol. 1-2, pp. 117-8; গ্রন্থটি দুইটি অংশে ছাপানো হয়েছে। প্রথমাংশে প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, এবং দ্বিতীয়াংশে তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ড রয়েছে। প্রতিটি অংশের পৃষ্ঠা নম্বর ধারাবাহিকভাবে চলে গেছে।

[২] ইবনু কুতাইবা, *আল-মাআরিফ*, পৃষ্ঠা : ৬৪০-৪১

[৩] ইবনু হিশাম, *সিরাত*, খন্ড : ১-২, পৃষ্ঠা : ১০৫-১০৮; তালিকার তারিখ নির্ণয় করতে দেখুন,

iv. মক্কা : গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা

নগররাষ্ট্র হলেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মক্কা বিজয়ের আগপর্যন্ত মক্কায় গোত্রীয় সমাজব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। একই গোত্রের সকলে একে অপরের ভাই এবং অভিন্ন রক্তের—এ ধারণাকে ঘিরেই আবর্তিত হতো সকল সামাজিক কর্মকাণ্ড। গোত্রীয় ধারণার বাইরেও যে জাতিগত ঐক্যের অন্য কোনো মানদণ্ড থাকতে পারে, তা একজন আরবের পক্ষে কিছুতেই বোঝা সম্ভব ছিল না।

‘তাদের জাতিরাষ্ট্রের ধারণা ছিল বংশীয় সম্পর্কভিত্তিক। এমন এক রাষ্ট্র, যার ভিত্তি হলো রক্তের বাঁধন। ঐক্যের ভিত্তি ছিল আত্মীয়তা। রাষ্ট্র বলতে তারা এমনটিই বুঝত। এটিই ছিল সীকৃত এবং সর্বসম্মত নিয়ম।’^[১]

গোত্রের প্রত্যেক সদস্য গোত্রের জন্য একেকটি সম্পদ। বংশে একজন প্রসিদ্ধ কবি, নির্ভীক যোদ্ধা বা দানশীল ব্যক্তি থাকা মানে পুরো গোত্রের সম্মান ও কৃতিত্ব। প্রতিটি শক্তিশালী গোত্রের একটি প্রধান কাজ ছিল প্রতিরক্ষা। শুধু নিজেদের প্রতিরক্ষাই নয়; অতিথিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটাও ছিল বিশাল মর্যাদার ব্যাপার। তাই তীর্থযাত্রা বা কোনো মেলায় যোগদান করতে আসা কিংবা মুসাফির কাফেলার সবাই মক্কা নগরীতে স্বাগত ছিল।^[২] আর এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক ও সমন্বিত কার্যক্রম। এরকম বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য গড়ে ওঠে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। নদওয়া (সদর পরিষদ), মাশওয়ারা (নীতি-নির্ধারণ পরিষদ), কিয়াদা (দিকনির্দেশনা), সাদানা (কাবা প্রশাসন), হিজাবা (দ্বাররক্ষক), সিকায়্যা (হাজিদের পানি সংস্থান), ইমারাতুল বাইত (কাবার পবিত্রতা রক্ষা), ইফাদা (প্রস্থানের অনুমতি), ইজায়া, নাসি (দিনপঞ্জি নির্ধারণ), কুব্বা (জরুরি খাতে ব্যয়ের জন্য সাহায্য তহবিল গঠন), আয়িন্না (ঘোড়ার লাগাম), রিফাদা (দরিদ্র হাজিদের সাহায্যার্থে আরোপিত কর), আমওয়াল মুহাজ্জারা (অর্থ প্রদান), আয়সার, আশনাক (অর্থ-সংক্রান্ত দায়ভার হিসাব করা), হুকুমা, সিফারাহ (প্রতিনিধিত্ব), উকাব/রায়াহ (পতাকাবাহক), লিওয়া (নিশান) এবং হুলওয়ানুন নাফর (উপহার)। এর অনেকগুলো আবার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন কুসাই নিজেই।^[৩]

Nabia Abbott, *The Rise of the North Arabic Script and its Kuranic Development, with a full Description of the Kuran Manuscripts in the Oriental Institute*, The University of Chicago Press, Chicago, 1938, pp. 10-11.

[১] ইবনু হিশাম, *সিরাত*, খণ্ড : ৩-৪, পৃষ্ঠা : ৩১৫

[২] ইতোমধ্যে কাবার চারপাশে শত শত মূর্তি গড়ে উঠেছিল।

[৩] *The City State of Mecca*, pp. 261-276.

v. কুসাই থেকে নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সব মিলিয়ে কুসাইয়ের বংশধররা নানাবিধ দায়িত্ব পালন করতে থাকে। যেমন : আব্দুদ দারের সন্তানেরা কাবা ও সভাকক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি যুদ্ধের সময় পতাকা বহনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।^[১] এদিকে রোমান ও বনু গাসসানদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলে আব্দু মানাফ। আব্দু মানাফের পুত্র হাশিম নিজে একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন। সম্রাটের পক্ষ থেকে কুরাইশরা সিরিয়ায় পূর্ণ নিরাপত্তায় ব্যবসা করার অনুমতিপ্রাপ্ত হয়।^[২] এভাবে হাজিদের জন্য খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে যান হাশিম ও তার বংশ। হাজিদেরকে রাজকীয় আপ্যায়নে বরণ করে নেওয়ার মতো সম্পদ ছিলও বটে তার।^[৩]

ব্যবসার কাজে মদিনায় অবস্থানকালে খাজরায় গোত্রের এক নারীকে দেখে হাশিমের ভালো লেগে যায়। তার নাম ছিল সালমা বিনতু আমর। তাকে বিয়ে করে মক্কায় নিয়ে আসেন তিনি। তবে গর্ভে সন্তানধারণের পর সালমা আবার মদিনায় ফেরত আসেন। জন্ম দেন শাইবা নামের একটি পুত্রসন্তানের। হাশিম ব্যবসার কাজে গায়ায় থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সন্তানের দেখাশোনার দায়ভার তার ভাই মুত্তালিবের হাতে অর্পণ করে যান।^[৪] শাইবা তখনো তার মায়ের কাছে। তাই তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে আনার জন্য মুত্তালিব মদিনায় এলে শাইবার মায়ের সাথে তার মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। তবে শেষমেশ জয় হয় তারই। চাচা আর ভতিজা মিলে মক্কায় ফেরত আসেন। এদিকে লোকেরা শাইবাকে মুত্তালিবের দাস (عبد) ভেবে বসে। এভাবে তার নাম হয়ে যায় আব্দুল মুত্তালিব (মুত্তালিবের দাস)।^[৫]

চাচার মৃত্যুর পর সিকায়ী^[৬] ও রিফাদার^[৭] দায়িত্ব আব্দুল মুত্তালিবের হস্তগত হয়। এদিকে দীর্ঘকাল ধরে বালুচাপা পড়ে থাকা জমজমকে আবার সুবুপে ফিরিয়ে আনেন তিনি। ফলে তার মানমর্যাদা এত বেড়ে যায়—এর মাধ্যমে তিনি মক্কার প্রধান

[১] William Muir; *The Life of Mahomet*, 3rd edition, Smith, Elder, & Co., London, 1894, p. xcvi

[২] *ibid*, p. xcvi.

[৩] *ibid*, p. xcvi

[৪] Ibn Hisham, *Sira*, Vol. 1-2, p. 137.

[৫] *ibid*.

[৬] হজের মৌসুমে হাজিদের পানি পান করাকে সিকায়ী বলে।—শারয়ি সম্পাদক

[৭] হজের মৌসুমে হাজিদের মেহমানদারি সুবুপ খাবারের ব্যবস্থাপনাকে রিফাদা বলে।—শারয়ি সম্পাদক

অধিপতি বনে যান।

একবার একটি মানত করেন আব্দুল মুত্তালিব। ১০ জন পুত্রসন্তানের জনক হতে পারলে তিনি তাদের একজনকে দেবতার নামে উৎসর্গ করবেন। সেই ইচ্ছাটি পূরণ হওয়ার পর মানত পূর্ণ করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। সেসময় লটারির মতো একটি পদ্ধতি ছিল ভাগ্য-নির্ধারক তির। সম্ভাব্য প্রতিটি বিকল্পের নাম একেকটি তিরের গায়ে লিখে দেবচয়নে যেকোনো একটি বেছে নেওয়া হতো। উৎসর্গের জন্য সন্তান নির্বাচন করতে আব্দুল মুত্তালিবও এ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এতে করে উঠে আসে কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহর নাম। এদিকে কুরাইশদের মাঝে মনুষ্য উৎসর্গের প্রচলন অপছন্দনীয় ছিল। তাই তিনি গণকের শরণাপন্ন হলে আব্দুল্লাহর বদলে উট উৎসর্গের অনুমতি পান। এভাবে ১০০টি উটের বদলে পুত্রের প্রাণ রক্ষা হয়।

এ সমস্ত ঘটনার পর খুশি মনে আব্দুল্লাহকে নিয়ে মদিনায় আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে যান আব্দুল মুত্তালিব। সেখানে আব্দুল্লাহ বিয়ে করেন উহাইবের ভাতিজি আমিনাকে। উহাইব ছিল একই বংশভুক্ত এবং তাদের মেজবান।^[১] কিছুদিন ব্যক্তিগত জীবন উপভোগ করার পর আব্দুল্লাহ ব্যবসার কাজে সিরিয়া যান। পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। মৃত্যুবরণ করেন মদিনায় ফিরে এসেই। ততদিনে আমিনা গর্ভে ইতিহাস ধারণ করে ফেলেছেন, চলে এসেছেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

vi. আরবের ধর্মীয় পরিস্থিতি

নবি-পূর্ববর্তী আরব কোনো প্রকার ধর্মীয় সংস্কারের জন্য তৈরি ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেখানে অব্যাহত ছিল পৌত্তলিকতা চর্চার ধারা। আরবের ইহুদি বসতি হোক কিংবা সিরিয়া ও মিশর থেকে আসা খ্রিস্টধর্মের প্রচারণা—কোনো কিছুই তাদের পৌত্তলিকতা থেকে টলাতে পারেনি।

উইলিয়াম মুইরের মতে, ইহুদি বসতির ফলেই খ্রিস্টানদের বিস্তৃতি প্রতিহত হয়। আর তা সংঘটিত হয় দুভাবে—

[১] আমিনার পিতার নাম ওয়াহব, আর তার চাচার নাম উহাইব। আমিনার কোনো ভাই-বোন ছিল না। আমিনা উহাইবের ভাতিজি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আমিনা তার চাচা উহাইবের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। (আহমাদ তাবারি, *জাখায়িরুল উক্বা ফি মানাকিবি জাবিল কুরবা*, পৃষ্ঠা : ২৫৮; *আস-সিরাতুল হালাবিয়া*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭)

এক. আরবের উত্তর সীমান্তবর্তী এলাকায় ইহুদিদের বসবাস। ফলে খ্রিস্টানরা উত্তর দিক থেকে আর প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। এ সুযোগে দক্ষিণে পৌত্তলিকরা একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে।

দুই. ইহুদিধর্মের সাথে আরবের প্রতিমাপূজা একপ্রকার আপসেই চলে আসে। বহিরাগত খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য যথেষ্ট উপাদান তারা ইহুদিদের ধর্মীয় আখ্যানগুলোয় পেয়ে গিয়েছিল।^[১]

মুইরের এ ধারণার সাথে আমি মোটেই একমত নই। আরবদের অনুসৃত প্রথাগুলো মূলত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও ইসমাইল আলাইহিস সালামের তাওহিদি ধর্মের বিকৃতাংশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেগুলো অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের জালে অপভ্রষ্ট হয়েছে। তাই ইহুদি ও আরবরা যেসব বর্ণনার ব্যাপারে সহমত ছিল, তা মূলত অভিন্ন সূত্রে পাওয়া।

সপ্তম শতাব্দীর খ্রিস্টান ধর্ম এমনিতেই দুর্নীতি ও লোককথায় ডুবে ছিল। পরিণত হয়েছিল স্থবির এক ধর্মীয় মতবাদে। গোটা আরবকে তাই ধর্মীয় দিক দিয়ে খ্রিষ্টধর্মের দিকে প্ররোচিত করা সম্ভব ছিল না। এর জন্য দরকার ছিল খ্রিষ্টীয় রাজনৈতিক পরাশক্তির।^[২] কিন্তু এমন কোনো শক্তির আবির্ভাব না ঘটায় মূর্তিপূজার শিকড় আরও গভীরে প্রোথিত হয়।

৫০০ বছর ধরে চলা খ্রিস্টানদের দাওয়াত খুব একটা কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। নাজরানের বনু হারিস, ইয়ামামার বনু হানিফা এবং তাইমার বনু তায়ি ছাড়া আর কোথাও খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। তবে তাদের মিশনারিদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের নজিরও পাওয়া যায় না এই ৫০০ বছরের ইতিহাসে। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবিদের ভাগ্য মোটেও এমনটি ছিল না। আরবদের চোখে খ্রিষ্টধর্ম ছিল কেবল ছোটখাটো ও সহনীয় গোলযোগ মাত্র। বিপরীতে ইসলামকে দেখা হতো পৌত্তলিক আরবের প্রাতিষ্ঠানিক বুনন ছিন্নভিন্ন করতে সক্ষম এক মহা হুমকি হিসেবে।

[১] William Muir, *The Life of Mahomet*, pp. lxxxii-lxxxiii.

[২] *ibid*, p. lxxxiv. সাম্প্রতিককালের ক্ষেত্রে এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। খ্রিষ্টধর্মের প্রসার প্রায় জায়গায়ই হয়েছে উপনিবেশবাদী অত্যাচারের মাধ্যমে।

২. মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হিজরতপূর্ব ৫৩-১১ হিজরি/৫৭১-৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)^[১]

ইসলামের সর্বশেষ রাসুলের জীবনী লিখতে গেলে খণ্ডের পর খণ্ড লেগে যাবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই প্রচুর কাজ বিদ্যমান। আগ্রহী পাঠক সেগুলো পড়ে নেবেন। আমার উদ্দেশ্য এখানে ভিন্ন। আসন্ন অধ্যায়গুলোতে আমরা বনি ইসরাইলের কয়েকজন নবিকে নিয়ে আলোচনা করব। ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ইসরাইলিদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ঐশীবাণীর বিকৃতি প্রসঙ্গেও আলোচনা থাকবে। ইতোমধ্যেই অনেক লেখক এ নিয়ে কাজ করেছেন। তাই নতুন করে আর সেদিকে যাচ্ছি না। সামনে ঈসা ও মুসা আলাইহাস সালামকে নিয়ে আলোচনা থাকবে বলেই প্রসঙ্গক্রমে কিছু সংক্ষিপ্তসার পেশ করছি শুধু।

i. নবিজির জন্ম

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মায়ের পেটে থাকাবস্থায় পিতা আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। এক অজানা অনিশ্চয়তার মধ্যে তার জন্ম হয়। কিন্তু দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি জন্মেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। মাত্র ছয় বছরের এতিম মুহাম্মাদকে রেখে মাতা আমিনাও মৃত্যুবরণ করেন। অগত্যা মক্কার উষর ভূমিতে মেঘ চরানোর কাজ করতে থাকেন তিনি।^[২] এরপর কুরাইশদের মতো তিনিও মনোনিবেশ করেন ব্যবসায়। ব্যবসায়ী মুহাম্মাদের সততা ও সাফল্য আরবের আরেক বুদ্ধিমতী ও সম্পদশালী নারীর দৃষ্টি কাড়ে। তিনি ছিলেন খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ। তার সাথেই নবিজি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।^[৩] যেকোনো বিষয়ে নবিজির ন্যায়পরায়ণতা ও সততার সাথে গোটা মক্কাবাসী পরিচিত ছিল। ইবনু ইসহাক বলেন, নবুয়তের আগে কুরাইশরা তাকে ‘আল-আমিন’ (বিশ্বস্তজন) বলে সম্বোধন করত।^[৪]

[১] খ্রিষ্টীয় তারিখটি অনুমিত। যিশু পরবর্তী অন্তত দশ শতাব্দী পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এর কোনো ব্যবহার দেখা যায় না। বর্তমান গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির ব্যবহার মূলত ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়। ক্যাথলিক দেশগুলো পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরির নির্দেশে এর প্রচলন শুরু করে। (Khalid Baig, ‘The Millennium Bug’, *Impact-International*, London, vol. 30, no. 1, January 2000, p. 5).

[২] *সহিহুল বুখারি*, ২২৬২; *সুনানু ইবনি মাজাহ*: ২১৪৯; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১১৬৪১; *শারহু মুশকিলিল আসার* : ১২৫৭; *দালায়িলুন নুবুওয়া*, আবু নুআইম : ১১২

[৩] Ibn Hisham, *Sira*, Vol : 1-2, pp. 187-189.

[৪] *ibid*, p. 197.

ii. বিশ্বস্তজন

এদিকে কাবাঘরের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। কুরাইশের প্রতিটি উপগোত্র যে যার মতো কাজ ভাগ করে নেয়। তারা পাথর দিয়ে কাবার কোনো না কোনো অংশ পুনঃনির্মাণে সাহায্য করে। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা নিয়ে বিপত্তি দেখা দেয়। সকলেই এ মহিমাম্বিত পাথরটি সুস্থানে বসানোর মর্যাদা পেতে চায়। তর্ক-বিতর্ক একপর্যায়ে রীতিমতো যুদ্ধাবস্থায় রূপ নেয়। বয়োজ্যেষ্ঠ আবু উমাইয়া একটি পরামর্শ প্রদান করেন। পরদিন কাবাচত্বরে একেবারে প্রথমে যিনি প্রবেশ করবেন, তার বিচার মেনে নিতে আহ্বান জানান সবাইকে। প্রত্যেকে এতে সম্মত হয়।

পরদিন দেখা গেল প্রথম প্রবেশ করা ব্যক্তি আর কেউ নন; তিনি হলেন তাদের প্রিয় মুহাম্মাদ। তাকে দেখে সবাই বলে উঠল, ‘এই যে আল-আমিন। তাকে বিচারক হিসেবে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট। ইনি যে মুহাম্মাদ!’ তাদের মতানৈক্যের কথা শুনে তিনি একটি চাদর আনতে বলেন। এর মাঝে হাজরে আসওয়াদ রেখে গোত্রপতিদের চাদরের কিনারা ধরতে বলা হলো। এরপর সবাই মিলে সেটি তুলে নির্ধারিত স্থানে আনলে নবিজি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করেন। এভাবে সবার সন্তুষ্টিতে বিবাদের নিষ্পত্তি হলো। নির্বিঘ্নে চলতে থাকল নির্মাণকাজ।^[১]

iii. নবুয়তের দায়িত্ব

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অনুপম আদর্শ এবং অনন্য চরিত্রের অধিকারী। মূর্তিপূজার প্রতি কখনোই কোনো অনুরাগ ছিল না তার। না কোনোদিন কুরাইশদের প্রতিমার সামনে মাথানত করেছেন, না কখনো যোগ দিয়েছেন তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। তিনি তাওহিদে বিশ্বাসী ছিলেন। চেষ্টা করতেন সর্বোত্তম পন্থায় আল্লাহর ইবাদত করতে। অক্ষরজ্ঞান না থাকায় ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টধর্মের দীক্ষাও তার ছিল না। এভাবে দ্রুতই তার নবুয়ত লাভের সময় এগিয়ে আসে। আর সেজন্যই মহান আল্লাহ তাআলা তাকে প্রস্তুত করছিলেন ধাপে ধাপে।

উন্মুল মুমিনিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে জানা যায়, এই প্রস্তুতির শুরুরটা হয়েছে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে।^[২] তিনি দেখলেন, পাথর তাকে সালাম জানাচ্ছে।^[৩]

[1] ibid, p. 196-7.

[২] সহিহুল বুখারি : ৩, ৪৯৫৩, ৪৯৫৫, ৪৯৫৬, ৬৯৮২; সহিহ মুসলিম : ১৬০

[৩] সহিহ মুসলিম : ২২৭৭; সুনানুত তিরমিযি : ৩৬২৪; সুনানুদ দারিমি : ২০

তিনি জিবরিল আমিনকে দেখলেন, আসমান থেকে তার নাম ধরে ডাকছেন^[১] এবং একটি আলো এসে পড়ছে^[২]

হয় মাস পর্যন্ত তার দেখা সুপ্নগুলো যেন ছিল দিনের আলোর মতো বাস্তব। এরপর হঠাৎ একদিন ওহি নাযিলের সময় এল। তিনি তখন হেরা গুহায় একাকী ধ্যানমগ্ন। এসময় জিবরিল আলাইহিস সালাম এলেন। বারবার তাকে আহ্বান জানালেন পড়ার জন্য। নবিজি বারবারই বলছিলেন, তিনি নিরক্ষর। তবুও নিজ দাবির পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন ফেরেশতা। অবশেষে নবিজির ওপর অবতীর্ণ হলো প্রথম ওহি, সুরা আলাকের কিছু আয়াত—

اَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ (১) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ (২) اَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ (৩)
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ (৪) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (৫)

পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন; আর আপনার রব মহামহিমাম্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন; শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।^[৩]

এই ছিল ওহির শুরু, কুরআন নাযিলের সূচনা।

অপ্রত্যাশিতভাবে ৪০ বছর বয়সী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরিষ্কার এক বার্তা প্রচারের দায়িত্ব পেলেন। আর তা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। আর তাকে প্রদান করা হলো কুরআন। যা কিনা একটি জলজ্যাস্ত বিষয়! মনকে এটি বশ করে নেয়, চিন্তাকে পরিপূর্ণ করে দেয়, মৃত অন্তরেও ঘটায় প্রাণ সঞ্চার।

iv. আবু বকরের ইসলামগ্রহণ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-বহির্ভূত প্রথম ইসলাম কবুলকারী

[১] উরওয়া ইবনু যুবাইর, *আল-মাগাযি*, এম. এম. আল-আযমি সংকলিত, মাকতাবাতুত তারবিয়া আল-আরাবিয়া লিদুওয়ালিল খালিজ, ১ম সংস্করণ, রিয়াদ, ১৪০১ (১৯৮১), পৃষ্ঠা : ১০০

[২] ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩

[৩] সুরা আলাক, আয়াত : ১-৫

ব্যক্তি হলেন আবু বকর ইবনু কুহাফা। পরে তাকে সিদ্দিক (মহা সত্যবাদী) উপাধি দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী এবং সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। আর ছিলেন নবিজির সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তিনি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, ‘মুহাম্মাদ, আপনার নামে কুরাইশরা যা বলছে, তা কি সত্য? আপনি নাকি দেব-দেবীদের পরিত্যাগ করেছেন? আমাদের চিন্তাকে হয়ে প্রতিপন্ন করে পূর্বপুরুষদের পথকে অবিশ্বাস করেছেন?’

নবিজি উত্তর দিলেন, ‘আবু বকর, আমি আল্লাহর নবি এবং তাঁর রাসূল। আমাকে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে... সত্যকে সাথে নিয়ে আমি আপনাকে আল্লাহর দিকে ডাকছি। এই সত্যের জন্যই আমি আপনাকে তাঁর পথে আহ্বান করছি যার কোনো অংশীদার নেই।’

এরপর তিনি তাকে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। এতে আবু বকর এতটাই মুগ্ধ হলেন, কালবিলম্ব না করে ইসলাম কবুল করে নেন।^[১]

সম্মানিত ব্যবসায়ী হওয়ার পাশাপাশি কুরাইশদের মাঝে আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা অনেক উচ্চ পর্যায়ের ছিল। দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে তিনি এর সদ্ব্যবহার করলেন। তার কাছে যারাই আসত, তাদের মধ্য থেকে বিশ্বস্তদের তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তার এই ডাকে সাড়া দেন অনেকেই। তাদের মধ্যে আছেন—

যুবাইর ইবনুল আওয়াম, উসমান ইবনু আফফান, তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ, সাদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস এবং আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ রায়িয়াল্লাহু আনহুম।

তিনি হয়ে উঠলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একনিষ্ঠ সমর্থক। যেকোনো বিপদে তিনি নবিজির পক্ষে অবিচল অবস্থান গ্রহণ করতেন। তার ঈমান তাকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করত। ইসরা ও মিরাজের ঘটনার বিবরণ শুনে শুরুর দিককার কিছু মুসলিম একে অবিশ্বাস্য ভেবে ইসলাম ত্যাগ করে। যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটিকে মেলাতে পারেনি তারা। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে মক্কার মুশরিকরা আবু বকরকে ফুসলানোর পরিকল্পনা করল। রাতে জেরুযালেম গিয়ে ভোরের আগেই আবার মক্কায় ফিরে আসার ঘটনা তিনি বিশ্বাস করেন কি না, সেটা জানতে চাইল। আবু বকরও সাফ জানিয়ে দিলেন, ‘হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। এর চেয়েও বড় আশ্চর্যজনক

[১] ইবনু ইসহাক, *আস-সিয়ার ওয়াল-মাগাযি*, ইবনু বুখাইরের সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ১৩৯; এখানে আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহুর প্রশ্নের অর্থ এই না, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এককালে মুশরিকদের রীতিনীতি অনুসরণ করতেন। এর অর্থ—‘আপনি কি প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছেন?’

বিষয়ে আমি ঈমান এনেছি। যখন তিনি আসমান থেকে ওহি পাওয়ার কথা বলেছেন, তা-ও আমি বিশ্বাস করেছি।^[১]

V. প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত

প্রায় তিন বছর ধরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। এরপর হুকুম আসে প্রকাশ্যে দ্বীন প্রচারের—

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْهَشِيرِ كَيْنَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾

কাজেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে; আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। নিশ্চয় বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট।^[২]

প্রাথমিকভাবে নবিজি সফলভাবে তার কাজ করতে থাকেন। তখন গোত্রপতিরা ছিল মক্কার বাইরে। কিন্তু ফিরে এসে তারা পরিস্থিতি টের পায়। ইসলাম তাদের কাছে হুমকিস্বরূপ মনে হয়। তাই তারা এই নওমুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগে। দুর্বলদেরকে জোরপূর্বক ফিরিয়ে নেওয়া হয় তাদের আগের ধর্মে। বাকিরা নিজেদের ঈমানে অটুট রয়। এদিকে তাদের নিষ্ঠুরতা আর লাঞ্ছনার পরিমাণ দিনদিন শুধু বেড়েই চলাছিল। প্রায় দুই বছর ধরে এই দুঃসহনীয় কষ্ট বহন করার পর প্রাণ ওষ্ঠাগত সাহাবিদের ইথিওপিয়ায়^[৩] হিজরত করার পরামর্শ দেন নবিজি।^[৪] নবুয়তের পঞ্চম বছরে ২০ জনেরও কম মুসলিম হিজরত করে সেখানে।^[৫] এদিকে বেড়েই চলেছে মুশরিকদের অত্যাচার এবং ইসলামকে নিশিহ্ন করার চেষ্টা।^[৬] এভাবে দ্বিতীয় কাফেলাও হিজরত করল। নিজেদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে দেখে এরপর এক ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে মুশরিকরা।

[১] আশ-শামি, সুবুলুল হুদা, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৩৩

[২] সুরা হিজর, আয়াত : ৯৪-৯৫

[৩] ইথিওপিয়ার প্রাচীন নাম হাবাশা।—শারয়ি সম্পাদক

[৪] উরওয়া, আল-মাগাসি, পৃষ্ঠা : ১০৪

[৫] Ibn Hisham, Sira, vol. 1-2, pp. 322-323; ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, উল্লুনা আসার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৫

[৬] উরওয়া, আল-মাগাসি, পৃষ্ঠা : ১১১

vi. কুরাইশদের লোভনীয় প্রস্তাব

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হামজা ইবনু আদিল মুত্তালিবও ইসলামগ্রহণ করে ফেললেন। মূলত এর পরপরই কুরাইশ নেতারা নড়েচড়ে বসে। উতবা ইবনু রাবিয়া ছিল তাদের নেতৃস্থানীয় লোক। সে নবিজিকে কাবাঘরে একাকী ইবাদত করতে দেখে কুরাইশদের মজলিশে জানান, ‘আমি মুহাম্মাদের কাছে কিছু প্রস্তাব নিয়ে যাব। সে তা গ্রহণ করতে পারে। সে যা চায়, তা-ই আমরা দেব। তাহলে সে আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে।’ উতবা তাই নবিজির কাছে গিয়ে বলল, ‘ভাতিজা, তুমি আমাদেরই একজন। আমাদের কওমে তোমার এবং তোমার বংশের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। তুমি এমন এক গুরুতর ব্যাপার নিয়ে নিজের কওমের মাঝে আবির্ভূত হয়েছ, যা সমাজে বিভেদ তৈরি করেছে। তুমি তাদের দীনকে অসত্য বলেছ। তাদের দেব-দেবী ও ধর্মের সমালোচনা করে তাদের পূর্বপুরুষদের কাফির বলে অভিহিত করেছ। সুতরাং আমার কথা মন দিয়ে শোনো। আমি কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি। হয়তো তুমি তাতে সায় দেবে।’

নবিজি এতে সম্মত হলে উতবা বলতে লাগল—

‘ভাতিজা, তুমি এগুলো করার মাধ্যমে আসলে কী চাও, সেটা স্পষ্ট করে বলো। তোমার কি ধন-সম্পদ লাগবে? তাহলে আমরা নিজেদের সব সম্পদ জমা করে তোমাকে সবচেয়ে বড় ধনবান বানিয়ে দেব। মর্যাদা লাগবে? লাগলে বলো। আমাদের নেতা বানিয়ে দেব তোমাকে। প্রত্যেকটা কাজ তোমার কথায় হবে। বাদশাহি চাও? বাদশাহ বানিয়ে দেব। আর যদি জিন-ভূতের আছর হয়ে থাকে, তাহলে বলো; চিকিৎসক খুঁজে আনি। প্রয়োজনে আমাদের সব মাল ব্যয় করে তোমাকে সারিয়ে তুলব।’

নবিজি ধৈর্য ধরে সব শোনার পর বললেন, ‘এখন আমি কী বলি, একটু শোনেন।’ তিনি কুরআনুল কারিম থেকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন—

حم ﴿١﴾ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴿٥﴾

হা-মিম। এটা অসীম দয়ালু পরম করুণাময়ের কাছ থেকে নাযিলকৃত। এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলো জ্ঞানীদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে

কুরআনরূপে আরবি ভাষায়। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কাজেই তারা শুনবে না। আর তারা বলে, তুমি আমাদের যার প্রতি আহ্বান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত। আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা আর তোমার ও আমাদের মধ্যে রয়েছে অন্তরায়। অতএব তুমি (তোমার) কাজ করো, নিশ্চয় আমরা (আমাদের) কাজ করব।^[১]

উতবা শুনে চলল নবিজির তিলাওয়াত। সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর তিনি সিজদা করলেন এবং উতবাকে বললেন, ‘যা শোনার, তা শুনেছেন। এখন বাকিটা আপনার ইচ্ছা।’^[২]

vii. একঘরে করে শাস্তিদান

নবিজিকে লোভ দেখিয়েও ব্যর্থ হলো কুরাইশ নেতারা। এরপর তারা আবু তালিবের শরণাপন্ন হলো। তিনি ছিলেন নবিজির চাচা। বয়োজ্যেষ্ঠ গোত্রপতি হিসেবে কুরাইশদের কাছে সম্মানের পাত্র। কুরাইশরা তার কাছে নবিজির চালচলনের বিপক্ষে অভিযোগ দায়ের করল। সব শুনে ভাতিজার কাছে অভিযোগগুলো উপস্থাপন করলেন আবু তালিব। চাচার সহযোগিতা হারানোর সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে নবিজি জবাব দিলেন—

আল্লাহর শপথ, চাচাজান। তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দিলেও আমি আমার কাজ বন্ধ করব না। হয় আল্লাহ আমাকে জয়ী করবেন, নতুবা আমি শেষ হয়ে যাব; কিন্তু এ কাজ থেকে বিচ্যুত হব না।

এরপর তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার কথায় আবু তালিবের মন গলে যায়। ভাতিজাকে ছেড়ে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এরকমভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেয় বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের কিছু উপগোত্র। নিজেরা মূর্তিপূজারি হলেও একজন সুগোত্রীয়কে বর্জন করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা। এবারও ব্যর্থ হয়ে কুরাইশরা আরও কঠোর হয়। বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে একঘরে করে রাখার আজ্ঞা জারি করে তারা। তাদের সাথে বাকি কুরাইশদের কোনো রকম ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে-শাদি ও লেনদেন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

[১] সূরা হা-মিম (ফুসসিলাত), আয়াত : ১-৫

[২] Ibn Hisham, *Sira*, vol. 1-2, pp. 293-94. ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে রেভারেন্ড গিয়োমের অনুবাদকে বিবেচনা করা হয়েছে।